তারিখ ... 24 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

দৈনিক ইনকিলাব

131

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় পাসই কি শিক্ষার লক্ষ্য?

পরীক্ষায় নকল প্রবণতার আজ ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষার সুস্থ অস্তিত্ব বিপন্নকারী এই নকল প্রবণতা সারাদেশে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষার মান দ্রুত নিম্নমুখী। পরীক্ষা পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়েছে। স্বাধীনতার ১৭ বছর পরও দেশের ৮ কোটি মানুষ নিরক্ষর। বেকারের সংখ্যাও প্রায় পৌনে ১ কোটি। ছাত্রা শিক্ষা ও সভ্যতার লালনের দাবীদার। ছাত্ররাই আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যত। কিন্তু প্রশ্ন জাগে নকলের প্রতি ছাত্রদের এত আকর্ষণ কেন?

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ পরীক্ষা কেন্দ্রিক। এর শেষ লক্ষ্য ও পরিণতি পরীক্ষা পাসের মধ্যে নিহিত। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল আয়োজন ও উপকরণ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই। পরীক্ষায় সহজে ও কম পরিশ্রমে কিভাবে সফল হওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্য বই প্রণয়ন করা হয় এবং ক্লাসে পড়ানো হয়।

পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখকে ভিত্তি করে বার্ষিক কর্মসূচী স্থির করা হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার অঙ্গ নয়, শিক্ষার লক্ষ্য পরীক্ষা পাস যখন একমাত্র উদ্দেশ্য স্বভাবতঃই ছাত্রদের ধারণা আজ বদ্ধমূল যে, লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই, পরীক্ষায় যে কোন উপায়ে পাস করতে পারলেই হয়। অসদুপায় অবলম্বনটা নতুন নয়। আগে থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্তও তা ছাত্র সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক ছাত্রই এ পন্থাকে হীন কাজ মনে করত। আজ এ রোগ মহামারীর মত বিস্তার লাভ করেছে। যাকে গণ টোকাটুকি বলে অভিহিত করা হয়।

অপর দিকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্ররা ভবিষ্যৎ জীবন বিকাশের পথ না পেয়ে ক্রমশঃ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সরকারী ঔদাসীন্য ও অবহেলায়, কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ প্রায় অচল। দেশের অগ্রগতি ও কর্মসংস্থান আশানুরূপ না হওয়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি হচ্ছে।

ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

ছাত্রদের মধ্যে এ প্রবণতা কেন? আজ আত্ম জিজ্ঞাসার দিন এসেছে। শিক্ষার সাথে এদেশের ভবিষ্যত জড়িত। চাকরি যদি পরীক্ষা পাসের লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং নকলের পরও তা যদি অপূর্ণ থাকে, তবে গণপ্রতারণার সার্থকতা কোথায়!? বর্তমান এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী অন্যান্য কারণগুলো হল—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক। তবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলোর দায়িত্ব সরকার ও সমাজের। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষ। তাই আজ সকলের এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।

—মোঃ শামছুল আলম সেলিম